মেহেরপুরে শিশু রামিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদলের নীরবতা পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শিশু রামিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ শিশু রামিসার মৃত্যু/ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবি জানান। তারা বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ছাত্রদল নেতা লাবলু মিয়া, পৌর ছাত্রদল নেতা মোঃ নাসিম রানা বাঁধন ও শেখ আবিশেখ বাপ্পি। এছাড়া পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা আরাফাত, ইমন, সাজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানায়নি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ, এলাকাবাসীর ক্ষোভ

সরকারি নির্দেশনাকে তোয়াক্কা না করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত না হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো পুষ্পমাল্য অর্পণ করেননি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম। এতে স্থানীয় এলাকাবাসী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কলেজের শহীদ মিনারটি অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে আছে। দিবসটি উপলক্ষে কোনো পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অবহেলা ও অবজ্ঞার কারণে এবার কোনো কর্মসূচি পালন করা হয়নি। এমনকি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে কোনো আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়নি। ফলে নতুন প্রজন্ম মহান ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী আক্ষেপ করে বলে, আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলেও এবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কারণে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়নি। শহীদদের প্রতি এমন অবজ্ঞা আমাদের মর্মাহত করেছে।

এ বিষয়ে কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম পুষ্পমাল্য অর্পণ না করার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা দোয়া মাহফিল করেছি। তবে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়নি, বিষয়টি ভুল হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, দোয়া ও মোনাজাতও ছিল নামমাত্র ও দায়সারা।

গাংনী উপজেলা ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটায় বা দিবস পালনে অনীহা দেখায়, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সত্যতা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যেঃ কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রামরাজত্ব শুরু করেছে ইচ্ছেমত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যায়ের হিসেবেও রয়েছে অসচ্ছতা। এই প্রতিষ্ঠানের সকল অনিয়ম খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসি।

শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় সিক্ত গোলাম রসুল চির নিদ্রায়

মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পৌর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মরহুম গোলাম রসুল।

মঙ্গলবার বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পৌর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, মরহুমের ভাই লিজ্জু, ছেলে হাসান প্রমুখ।

এর আগে দুপুরে তাঁর মরদেহ মেহেরপুরে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দীর্ঘদিনের সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের কান্নায় পুরো এলাকা শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার ভোর ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এরপর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার তাঁর একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সোমবার দিবাগত গভীর রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গোলাম রসুল ছিলেন ব্যবসা সফল একজন উদ্যোক্তা। হোটেল বাজার থেকে তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের সূচনা হয় এবং সেই ব্যবসায়িক গদি ঘর থেকেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা। কর্মীবান্ধব এই মানুষটি ছিলেন মেহেরপুরের আওয়ামী রাজনীতির এক জনপ্রিয় ও সফল নেতৃত্ব।

রাজনীতির ময়দানে তিনি ছিলেন অকুতোভয় ও সংগঠননির্ভর নেতা। দলের দুঃসময়ে তিনি মিছিলের অগ্রভাগে থেকে দলকে টিকিয়ে রেখেছিলেন দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে। এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা হামলারও শিকার হতে হয়েছিল। মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের সোনালী অধ্যায়ে তাঁর নাম প্রেরণার প্রতীক হিসেবে উচ্চারিত হবে।

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর জেলা হজ সমিতির সভাপতি, মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম দায়িত্বশীল সদস্য এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মেহেরপুর ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাইলস্টোন ট্রাজেডি: মুজিবনগরে মাহিয়ার কবরে বিমানবাহিনীর শ্রদ্ধা

বিমান বাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থী মাহিয়া তাসনিম মায়া’র কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের জামে মসজিদে দোয়া শেষে মাহিয়ার কবরে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিমানবাহিনীর স্কোয়াডন লিডার ইকতিদার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, নিহত মাহিয়া তাসনিমের নানা নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার

রেহানা ও স্কোয়াডন লিডার ইকতিডারের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি টিম নিহত মাহিয়া তাসনিম মায়ার পরিবারের সাথে স্বাক্ষাত করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তারা নিহত মাহিয়া তাসনিমের মা আফরোজা আক্তার বিউটির ও নানা নজরুল ইসলামের সাথে কথা বলেন।

পরে তার কবর জিয়ারত শেষে স্থানীয় মসজিদে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, মাহিয়া মাইলস্টোন স্কুলের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের প্রয়াত প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলীর মেয়ে।

২৪ জুলাই বিকেলে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাহিয়া।
পরে তার নানাবাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে কবরস্থানে দাফন করা হয় মাহিয়াকে।

হরিণাকুণ্ডুতে শ্রদ্ধায় স্মরণে জাতীয় শোক দিবস

প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শোক র্যালী, দু’আ মাহফিলসহ নানা আয়োজনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতির পিতার ম্যুরালে উপজলা পরিষদ, প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রেস ক্লাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনও সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর হোসেন, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা ঝন্টু, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক ফিরোজ সালাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানা, শিক্ষার্থী সাকিব মোহাম্মদ শোয়েব প্রমূখ বক্তব্য দেন।

এ ছাড়াও এই উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দু’আর মাহফিল করে। এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দার ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানার নেতৃত্বে শোক র্যালী, ইসলামী ফাউন্ডশনের আয়োজনে আলোচনা সভা, দু’আ মাহফিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুবক- যুবতীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণসহ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে গণভোজের আয়োজন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠন।